কুষ্টিয়া মেডিকেলে চিকিৎসাসেবা নিয়ে চরম ভোগান্তি

কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাসেবা নিয়ে চরম অনিয়ম ও অব্যবস্থাপনার অভিযোগ তুলেছেন রোগী ও তাদের স্বজনরা। তাদের দাবি, ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়ে থেকেও অনেক সময় চিকিৎসকের দেখা মিলছে না। তবে সাধারণ রোগীদের অপেক্ষা করিয়ে রেখে ব্যক্তিগত পরিচিত বা বাইরের রোগীদের আগে সেবা দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে।

হাসপাতালের বহির্বিভাগে গিয়ে দেখা যায় রোগীদের দীর্ঘ সারি। সেখানে আসা কয়েকজন রোগী অভিযোগ করেন, সকাল থেকে লাইনে দাঁড়িয়ে থাকলেও কাঙ্ক্ষিত সেবা মিলছে না। অথচ কিছু রোগী নিয়ম না মেনেই দ্রুত সেবা পাচ্ছেন। ক্যানসার আক্রান্ত এক নারীর স্বজন জানান, হাসপাতালে ক্যানসার বিশেষজ্ঞ নেই। তাদের পাঠানো হয় বক্ষব্যাধি বিশেষজ্ঞের কাছে।

কিন্তু দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষার পর চিকিৎসক এসে লাইনে থাকা রোগীদের না দেখে তার পরিচিত কয়েকজনকে অন্য কক্ষে নিয়ে ব্যক্তিগতভাবে দেখেন। ক্ষুব্ধ ওই স্বজন প্রশ্ন তোলেন, “ডাক্তার যদি রোগী না-ই দেখেন, তবে টিকিট দেওয়া হলো কেন?”

একই চিত্র দেখা যায় ১০১ নম্বর কক্ষের সামনে। এক ভুক্তভোগী জানান, আড়াই ঘণ্টা অপেক্ষা করার পর দায়িত্বরত চিকিৎসক ডা. এস এম মাসুদুজ্জামান মাত্র কয়েকজন রোগী দেখেই কক্ষ ত্যাগ করেন। তিনি আর রোগী দেখতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন।

তবে অব্যবস্থাপনার এসব অভিযোগ অস্বীকার করেছেন কুষ্টিয়া মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের পরিচালক ডা. মো. আনোয়ারুল কবির। অভিযুক্ত চিকিৎসক ডা. মাসুদুজ্জামানের প্রশংসা করে তিনি বলেন, “তিনি অত্যন্ত দায়িত্বশীল চিকিৎসক। তার মতো ভালো ডাক্তার এই হাসপাতালে আর একজনও নেই।”

এদিকে প্রায় ১২ বছর পর হাসপাতালটি চালু হলেও এখনো সব বিভাগ চালু করা সম্ভব হয়নি। কারিগরি জনবলের অভাবে দীর্ঘদিনের পড়ে থাকা মূল্যবান যন্ত্রপাতিও সচল করা যাচ্ছে না। ল্যাব টেস্টের পূর্ণাঙ্গ সুবিধা না থাকায় রোগীদের বাধ্য হয়ে শহরের বিভিন্ন

বেসরকারি ক্লিনিকে অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করতে হচ্ছে।

ভুক্তভোগী ও স্থানীয়রা দ্রুত এসব সমস্যার সমাধান করে হাসপাতালে স্বচ্ছতা, সমতা ও মানবিক চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করার দাবি জানিয়েছেন।